সংবাদ

তারিখ ... 28 DEC 2016
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৪

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

# উপাচার্যের দুর্নীতি অনিয়মের সত্যতা পেয়েছে তদন্ত কমিটি

## সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার কাগজ দেখে হতবাক তদন্ত দল

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুরউন নবীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা অনিয়মের বিষয়ে তদন্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) গঠিত ৩ সদস্যের একটি তদন্ত দল দু'দিন দিনভর তদন্ত করে অভিযোগের অনেক সত্যতা পেয়েছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। তদন্তকালে বিভিন্ন কাগজপত্র পরীক্ষা করে হতবাক হয়েছে তদন্ত দল এমনটাই জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। তবে তদন্ত কমিটির কেউই এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে রাজি হননি। এদিকে তদন্ত চলাকালে সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উপাচার্য তার বিরুদ্ধে আনা শিক্ষক সমিতির অভিযোগ সম্পর্কে ৩ ঘণ্টা ধরে তদন্ত কমিটির কাছে তার বক্তব্য উপস্থাপন করে তিনি ঢাকায় চলে গেছেন। এ ঘটনায় বিভিন্ন মহল হতবাক হয়েছে। কারণ উপাচার্যের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম আর দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করে ইউজিসির দায়িত্বশিল কর্মকর্তাদের রংপুরে অবস্থান করা অবস্থায় তার ঢাকায় জরুরি কাজের কথা বলে চলে যাওয়া শোভনীয় উপাচার্যের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

## উপাচার্যের : দুর্নীতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়নি বলে বেশ কয়েকজন শিক্ষক জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক ড. আকতার হোসেনকে প্রধান এবং ইউজিসির যুগ্ম সচিব প্রশাসন ড. ফকরুল ইসলামকে সদস্য সচিব এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মোহাম্মদ মিজান উদ্দিনকে সদস্য করে ৩ সদস্য করে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নুর-উন নবীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত কমিটি গঠন করে দেন ইউজিসির চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান। রোববার রাতেই তদন্ত প্রতিনিধিদল রংপুরে আসে। তারা রাতযাপন করে সোমবার সকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে ট্রেজারের কক্ষে তদন্ত শুরু করেন। তারা হিসাবরক্ষণ বিভাগ, প্রশাসনিক বিভাগ প্রকৌশল বিভাগসহ বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাদের ডেকে ফাইলপত্র পরীক্ষা করেন। প্রয়োজনে তাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় জানতে চান। এরপর বিকেলে উপাচার্য অধ্যাপক নুর-উন নবীকে ডেকে নিয়ে তার বিরুদ্ধে শিক্ষক সমিতি কর্তৃক দেয়া লিখিত অভিযোগের আইটেমওয়ারি ব্যাখা চান। উপাচার্য প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করে তার মতো করে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, উপাচার্যের দেয়া ব্যাখায় তদন্ত কমিটির সদস্যরা পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তবে উপাচার্য তদন্ত কমিটিকে নানাভাবে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেন বলে দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে। সোমবার উপাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গতকাল সকাল থেকে আবারও তদন্ত কাজ শুরু করেন। তবে গতকাল তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর না গিয়ে নগরীর ধাপ এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা আরডিআরএসে একটি স্থানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দসহ নির্যাতিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাদা আলাদাভাবে কথা বলেন। সূত্র জানায়, শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে তদন্ত কমিটির কাছে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত টেম্পারিংয়ের মাধ্যমে পরিবর্তন করার সুনির্দিষ্ট কাগজ উপস্থাপন করলে তদন্তকারী দল হতবাক হয়ে যায়। জানা যায়, উপাচার্য বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্য নীতি নির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে তার মতো করে রেজুলেশন তৈরি করিয়েছেন। এতে করে দেখা গেছে সিন্ডিকেট সভার অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত দফায় দফায় পরিবর্তন করেছেন উপাচার্য। শিক্ষক সমিতি এ ধরনের দালিলিক কাগজ বিশেষ করে সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত আবার তা পরিবর্তন করার কাগজও তদন্ত কমিটির কাছে উপস্থাপন করেন। শিক্ষক সমিতি তাদের অভিযোগের স্বপক্ষে দালিলিক অনেক প্রমাণ তদন্ত কমিটির কাছে উপস্থাপন করেছে বলে জানা গেছে। এসব কাগজপত্র দেখে তদন্ত কমিটির সদস্যরা উপাচার্যের বক্তব্যের সঙ্গে কাগজের কোন মিল পাননি। বরং তারা দেখেছেন উপাচার্যের বক্তব্য অনেকগুলোই তার বানানো বা তৈরি করা। কর্মকর্তা সমিতির নেতারাও তদন্ত কমিটির সঙ্গে দেখা করে বিশেষ করে ৪৪ মাস ধরে বেশ কয়েকজন কর্মকর্তার বেতন প্রদান না করা, পদোন্নতি না দিয়ে দিনের পর দিন বছরের পর বছর ঘোরানোর বিষয়ে লিখিত কাগজ উপস্থাপন করেছেন বলে জানা গেছে। এ ছাড়াও তদন্ত কমিটি বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা যারা উপাচার্যের দ্বারা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হয়েছেন তাদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। এভাবেই গতকাল দুপুর পর্যন্ত বিভিন্নজনের সঙ্গে কথা বলে তারা দু'দিনের তদন্ত কার্যক্রম শেষ করে রংপুর ত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, শিক্ষক সমিতির দেয়া যেসব অভিযোগ তদন্ত করতে তারা এসেছিলেন তার মধ্যে উপাচার্য অধ্যাপক নুর-উন নবী ২০১৩ সালে উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থেকে প্রায় ৪ বছরে প্রায় ৫শ' দিনই তিনি ঢাকায় অবস্থান করেছেন। এতে করে প্রশাসনিকসহ সব কর্মকাণ্ড মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়াও উপাচার্য একাই ট্রেজারারসহ বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধানসহ একাই ১৩টি পদ অবৈধভাবে দখল করে আছেন। সেই সঙ্গে ড. ওয়াজেদ রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে অকার্যকর করে রাখা, জাল সনদধারী একজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান পরবর্তীকালে বিষয়টি জানাজানি হলে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী পদায়ন পদোন্নতি প্রদানে চরম অনিয়ম, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সংবিধি ও প্রবিধি প্রণয়ন না করে নিজের ইচ্ছামতো বিশ্ববিদ্যালয়কে পরিচালিত করা, বিভিন্ন মামলা দিয়ে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের হয়রানি করার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রদান করে শিক্ষক সমিতি। এছাড়াও আর্থিক অনিয়ম বিশেষ করে নিজের পিয়নসহ কর্মচারীদের দিয়ে ভুয়া বিল ভাউচার তৈরি করিয়ে ভুয়া নাম লিখে প্রায় কোটি টাকা উত্তোলন করে আত্মসাৎ করারও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাফেটারিয়া ভবন নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার ৩ বছরেও তা চালু না করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের ৩ ও ৪র্থ তলার নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর তার ব্যবহার না করে ফেলে রাখায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের গাদাগাদি করে একই কক্ষে কোনরকমে দায়িত্ব পালন করার বিষয়ে তার স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগও করা হয়েছে।